গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
২৩২/১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
www.bnfe.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-৩৮.০০.০০০০.০৩.৩০৫.০১৭.১৬-১৫৯

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৫ / ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের জন্য সংশোধিত তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: ২৫/০৯/২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক - ১২ (বার) পাতা।

২৭.৯.১৮

(মোহাম্মদ রুকুনুদ্দীন সরকার)
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)
ফোনঃ ৯৮৯২৭২৮

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

[দৃ:আ: ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-১), প্রাগম]

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

১.ভূমিকা:

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি স্বনির্ভর হতে পারে না। সময়ের বিবর্তনে ও বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে আজকের পৃথিবী দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চিন্তা, চেতনা ও উপলব্ধি। জ্ঞান, শ্রম আর মেধার সমন্বয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে অর্থনীতি। পরিবর্তিত হচ্ছে প্রযুক্তি। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হচ্ছে। আগামী দিনের সাক্ষরতার সাথে অনগ্রসর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে যুক্ত করতে হবে। সেইসাথে যুক্ত করতে হবে টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগ, সবুজায়নের ধারণা, সামাজিক সম্প্রীতি ও মূল্যবোধ, বিশ্বায়নের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাক্ষরতা দিয়ে শিক্ষাকে শুধু পড়তে, লিখতে ও গণনা করতে পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর পরিবর্তিত পৃথিবীতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

বর্তমান সরকারের সঠিক ও সফল দিক নির্দেশনায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এদেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসেব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭২.৯% (বিবিএস ২০১৭)। এখনো দেশের প্রায় ২৭.১ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত দেশে পৌঁছাতে হলে এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা সময়ের দাবী। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেট অনুযায়ী এখনো ৩কোটি ২৫ লক্ষ নিরক্ষরকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করতে হবে। এ বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা প্রদান করতে না পারলে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লক্ষ্যদলের উপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪:

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছে। এছাড়া এ আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে সাক্ষরতা ও দক্ষতা অর্জনকারীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্যমানের স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে ।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি:

(ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, যারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠোমোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী;

(ঙ) দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (যেমন: পথশিশু, বস্তিবাসী, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি);

(চ) বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড:

বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় যা ২৭ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের ধারা ১৫(১) অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ২৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের ১৬(১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রি: তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড (Non-Formal Education Board) গঠিত হয়েছে। পদাধিকার বলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্মানিত মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বোর্ডের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন। বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করার নিমিত্তে ইতোমধ্যেই জনবল নিয়োগের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বোর্ডের ১৬৬ জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো :

একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ২ জন পরিচালক, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ৩ জন উপ-পরিচালক ও ৬ জন সহকারী পরিচালকসহ প্রধান কার্যালয়ে মোট ৭৭টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪জন সহকারী পরিচালকসহ ১৯২টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে।

ক) প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নরূপ:

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
কর্মকর্তা:			
মহাপরিচালক	১	১	০
পরিচালক	২	২	০
সিষ্টেম এনালিষ্ট	১	১	০
উপ-পরিচালক	৩	৩	০
অন্যান্য ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯	৮	১
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১	০	১
কর্মচারী	৬০	৫১	৯
মোট =	৭৭	৬৬	১১

খ) জেলা পর্যায়ের কাঠামো:

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১. সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৫	১৯
২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬২	২
৩. অফিস সহায়ক	৬৪	৬৩	১
মোট=	১৯২	১৭০	২২

৬. আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন:

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরকরণের লক্ষ্যে সাক্ষরতার গুরুত্বকে সামাজিকভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে প্রতি বছর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ২০১৭ সালে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভির্যের সাথে সরকার উদযাপন করেছে। ২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের Theme ছিল "Literacy in a Digital World" বাংলায় শ্লোগান ছিল " সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি'।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৭ উদযাপন অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় সচিব (যথাক্রমে বাঁদিক থেকে ২য় ও ৩য়),

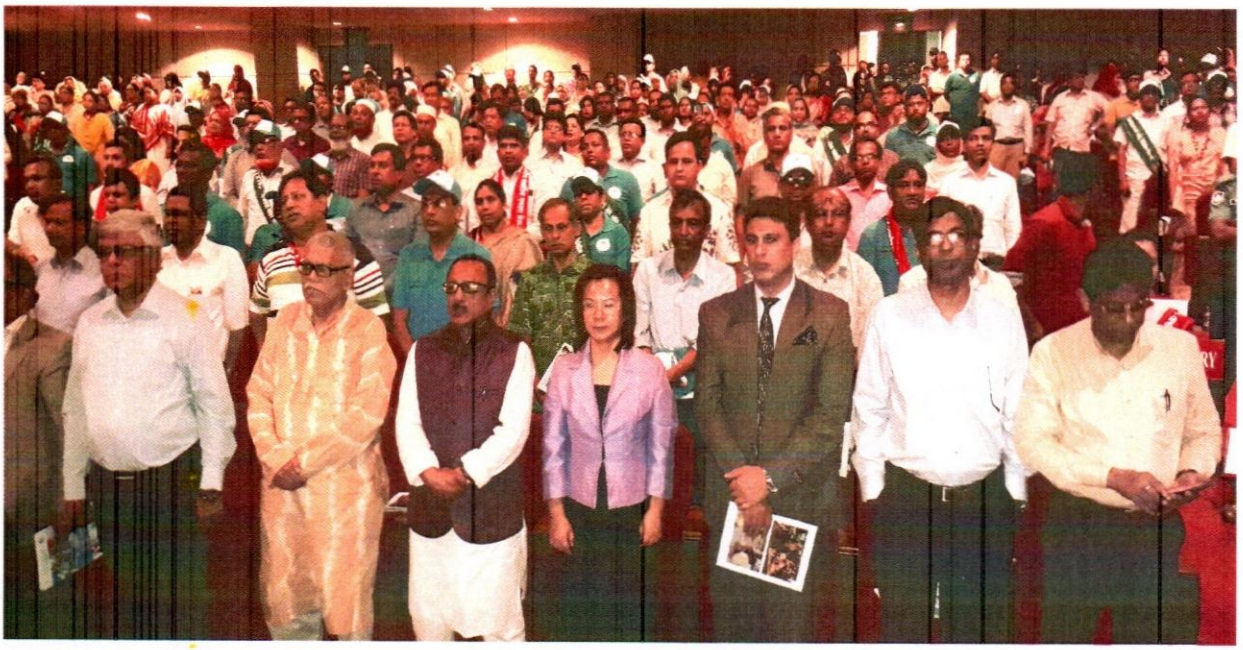

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৭ উদযাপন অনুষ্ঠানে সুধীজনের সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী

৭. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ICT সম্পর্কিত কার্যাবলী:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ:

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের চারটি ফ্লোরে ৬০টি কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ও Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে-যার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যার এড্রেস www.bnfe.gov.bdError! Bookmark not defined.। উক্ত পোর্টালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সাংগঠনিক কাঠামো, সিটিজেনস চার্টার, কর্মকর্তাদের তালিকা, বার্ষিক প্রতিবেদন, সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা ২০১৭ এবং প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-র বাজেট, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সার্কুলার, দরপত্রসহ অত্র ব্যুরোর চাহিদা মোতাবেক ওয়েব পোর্টাল প্রতিনিয়তই আপডেট হচ্ছে।

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তার (প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়) দাপ্তরিক ই-মেইল (Web-Mail) এড্রেস প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দাপ্তরিক ই-সার্ভিস সম্পন্ন হচ্ছে।

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ফেইসবুক পেইজ (উশিব্যু ফেইসবুক) উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা পোর্টালের ডান দিকে f চিহ্নিত Link করা আছে।

৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ইনোভেশন কর্ণার চালু করা হয়েছে (ইনোভেশন কমিটি, ইনোভেশন কর্মবন্টন, উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব আহবান ও উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব ফরম) যা পোর্টালের ডান দিকে Link করা আছে।

৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত Bangla Govt.Net ও ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুইচ, সুইচবোর্ড, সার্ভার কানেক্টিভিটি ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কনফারেন্স রুমে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সরাসরি যোগাযোগের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে ৩টি আইপি ফোনের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৭) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি, বেসরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে একটি অনলাইন NFE MIS (Non-Formal Education Management Information System) প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে থাকে এই সফ্টওয়ারের মাধ্যমে www.nfemis.bnfe.gov.bd)।

৮) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতাউত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৬টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলী Online Software (www.plcmis.gov.bd) এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে ।

৯) ৬৪ জেলা সহকারী পরিচালক ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটরকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জেলা অফিস সমূহে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

১০) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইউনিকোডের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে বর্তমানে ডিজিটাল নথি নাম্বারিং পদ্ধতি (ডিজিটাল নম্বর) ব্যবহৃত হচ্ছে।

১২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নথি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কমকর্তাদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রক্রিয়াধীন।

১৩) ডিজিটাল ডায়েরি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা অনলাইনে আহবান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ধারণাসমূহের প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

সাক্ষরতার যথাযথ প্রয়োগ না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতা ধরে রাখতে পারে না এবং পুনরায় নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই নব্য-সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতা ধরে রাখার জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান করা না গেলে নব্য-সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রাখা, দৈনন্দিন জীবনে সাক্ষরতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবন-মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা

উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প (পিএলসিইএইচডি)-১ ও ২, গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় পিএলসিইএইচডি-১ ও ২ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়।

এক নজরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	লক্ষ্যদল	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)	জুলাই ১৯৯১-জুন ১৯৯৬	➢ প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা (৪-৫ বছর বয়সী) ➢ উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা (৬-১০ বছর বয়সী) ➢ উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা (১১-১৪ বছর বয়সী) ➢ বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৪৫ বছর বয়সী)	১৬.৬৮ লক্ষ	২৪.৬৯ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -১	জানুয়ারি ১৯৯৬-জুন ২০০১	১৫-২৪ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২৯.৬১ লক্ষ	২৯.৬১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -২	জুলাই ১৯৯৫-জুন ২০০২	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	৫৯.০২ লক্ষ	৩৬.১৮ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩	জানুয়ারি ১৯৯৬-জুন ২০০৪	৮-১৪ বছর বয়সী কর্মজীবী শিশু-কিশোর	৩.৫১ লক্ষ	৩.৫১ লক্ষ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -৪	এপ্রিল ১৯৯৭- জুন ২০০৩	১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠী	২২৮.৮৯ লক্ষ	৯২.২৫ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি-১	জানুয়ারি ২০০১ - ডিসেম্বর ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১৩.৫৬ লক্ষ	৯.৭৩ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি -২	জুলাই ২০০২-জুন ২০১৩	১১-৪৫ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	১২ লক্ষ	১১.৪০ লক্ষ
পিএলসিইএইচডি -৩	জুলাই ২০০১-জুন ২০০৭	১৫-২৪ বছর বয়সী নব্য সাক্ষর ও ঝরে পড়া জনগোষ্ঠী	০.০৬৩ লক্ষ	০.০৬৩ লক্ষ
শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১৪	১০-১৪ বছর বয়সী শহরের ১৬৬১৫০ জন নিরক্ষর ও ঝরে পড়া কর্মজীবী শিশু	১৬৬১৫০ জন	১৪৬৯৪২ জন মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এবং তার মধ্যে ১৭৬০৪ জনকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে

এছাড়াও নিম্নোক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে:

১) Equivalence Non-Formal Vocational Education Curriculum Development:

মূল উদ্দেশ্য : প্রিভোক-১ ও প্রিভোক-২ স্তরের ৬টি ট্রেডের (১. এগ্রিকালচার মেশিনারীজ, ২. পল্ট্রি, ৩. ওয়েল্ডিং, ৪. হাউজ কিপিং, ৫. কুকিং এবং ৬. কেয়ার গিভিং) কারিকুলাম তৈরি করা।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৩।

অর্জনসমূহ: প্রিভোক-১ স্তরের ১টি এবং প্রিভোক-২ স্তরের ৬ (ছয়)টি কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো (বিএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রিভোক-১ এর শিক্ষা উপকরণের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে শীঘ্রই তা চূড়ান্ত করা হবে।

২) **Capacity Building for Education for All (Cap EFA)**

সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জাতীয় পর্যায় NFE-MIS/Database তৈরি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্তকরণ এর জন্য ইউনেস্কোর সহায়তায় ২০১২ সালে কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। বয়স্ক সাক্ষরতার উন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে পদ্ধতিগত ও যুগোপযোগী করা ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে রংপুর জেলার ২টি এবং সিলেট জেলার ২টি উপজেলায় এ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩) **Develop Non-formal Education Sub-sector Program Document**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি ৪ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য NFE Sub-Sector Program গ্রহণের নিমিত্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর প্রোগ্রাম ডুকমেন্ট প্রণয়ন' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় একটি খসড়া Program Document তৈরি করা হয়েছে। খসড়া ডকুমেন্টটি আরো পরিমার্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কম্পোনেন্ট ভিত্তিক কমিটি গঠন করে পরিমার্জন করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (NFEDP)-র জন্য DPP প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে।

৯. চলমান প্রকল্প:

১) মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪) জেলা' নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ৪.৫ মিলিয়ন (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নিরক্ষর যাদের বয়স ১৫-৪৫ বৎসর তাদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং জীবন দক্ষতা প্রদান করা।

কর্ম এলাকা : দেশের ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলা।

বাস্তবায়নকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮।

প্রকল্প ব্যয় : টাকা ৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ (চার শত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার)।

প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৪৫.১২কোটি টাকা এবং এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ ১০.৯৫ লক্ষ টাকা ও ব্যয়ের শতকরা হার ২৪.২৬। নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে কর্ম এলাকার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর বেইজ লাইন সার্ভে চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রাইমার, শিক্ষক সহায়িকা, ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক-সুপারভাইজার নির্বাচন সম্পন্ন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে মাঠ পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে মোট ১৩৬ উপজেলায় প্রকল্পের শিখন কার্যক্রম শুরু করা যাবে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ''সবার জন্য শিক্ষা''র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত ''জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২'' এবং ''৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা''-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা;
- জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি-২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা;

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকার, এনজিও ও সামাজিক সহযোগিতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র সংক্ষিপ্ত তথ্য:

ক্র. নং	বিষয়/আইটেম	সংখ্যা/পরিমান	মমন্তব্য
১.	মোট কেন্দ্র সংখ্যা	৭৫,০০০ টি	প্রতি কেন্দ্রে দুই শিফ্ট (১ টি নারী ও ১ টি পুরুষ)
২.	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৫-৪৫ বছর বয়সী)	৪৫ লক্ষ	প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ৬০ জন। (৩০ পুরুষ+৩০ নারী)
৩.	শিক্ষকের সংখ্যা	৭৫,০০০×২ = ১,৫০,০০০ জন	প্রতি কেন্দ্রে দুজন শিক্ষক (একজন পুরুষ ও একজন নারী)
৪.	সুপারভাইজারের সংখ্যা	৩,৭৫০ জন	প্রতি ২০ টি শিখনকেন্দের জন্য একজন
৫.	কোর্সের ব্যাপ্তিকাল	৬ মাস	-
৬.	ফেইজ সংখ্যা	৪ টি	-
৭.	প্রতি উপজেলায় গড় কেন্দ্র সংখ্যা	৩০০ টি	-
৮.	প্রতি উপজেলায় গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা	১৮,০০০ জন	

২). পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়েছে এবং ঝরেপড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনের পরেও দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনও অনেক শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করছে। খুব শিঘ্রই মাঠ পর্যায়ে এ কমসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১)উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি: (এনএফইডিপি): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এযাবৎ খন্ডকালীন প্রকল্পনির্ভর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে কোন টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে একটি দীর্ঘমেয়াদী সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ প্রোগ্রাম হিসেবে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি)' বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এনএফইডিপি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন কম্পোনেন্ট :

ক) সাক্ষরতা কর্মসূচি : দেশে বিদ্যমান ৩ কোটি ২৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ;

খ) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা : বিদ্যালয় বহির্ভুত ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

গ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় যারা সফলভাবে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করবে এ রকম ৫০ লক্ষ নব্য-সাক্ষরকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) জীবনব্যাপী শিক্ষা : সমাজের পিছিয়ে পড়া, শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মানুষ, বিশেষ করে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্নকারী নব্যসাক্ষরদের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে একটি আলোকিত ও উৎপাদনশীল সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

NFE-SWAp ড্রাফট ডকুমেন্ট এর উপর ন্যাশনাল কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)

ঙ) ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী কমিউনিটি লার্ণিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ীত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে এবং কিছু শহর এলাকায় ৫০২৫টি ICT বেইজড্ স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ৮-১৪ এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার (Lifelong Learning) সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারের লে-আউট ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) এর আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: (Livelihood Skills Development Training Centers) :

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাহিরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট ডিজাইন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) আওতায় তা বাস্তবায়ন করা হবে।

'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি)'র প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। খুব শিঘ্রই এ কর্মসূচি চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে এবং মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি টেকসই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যার মাধ্যমে এদেশের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠী শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও প্রতিটি সেক্টরে স্বনির্ভরতাসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' হিসেব বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করবে।

NFE-SWAp ড্রাফট ডকুমেন্ট এর ন্যাশনাল কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ছ) **উপকরণ উন্নয়ন:** Pre-voc level-1 এবং Pre-voc level-2 এর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রেডভিত্তিক কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। বাজার চাহিদা ভিত্তিক ট্রেড নির্বাচন করে সে ট্রেডের কারিকুলাম এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হবে। এর ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী প্রি-ভোক-১ ও ২ স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে।

১১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDG-4 এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের পথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ:

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোকে জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ;

২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ;

৩) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

৫) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণোদনা (incentive) প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্যদলের ডাটাবেইজ তৈরি।